মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সংকটাবস্থা

ড. আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

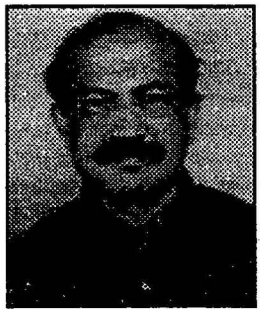

'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাংলাদেশ গত এক দশকে অনেকটা সফলতা অর্জন করেছে। সরকারি হিসাবে বর্তমানে শিক্ষার হার ৬৫%। প্রাথমিক স্কুলে গমনের নিট হার প্রায় ৮০% যা আশির দশকের শুরুতে ছিল ৬০%। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের নিট হার ৭০% এবং স্কুলে দৈনিক উপস্থিতির হার ৬০%। এতসব উল্লেখযোগ্য সফলতা সত্ত্বেও শিক্ষার মান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অপ্রতুল। শিক্ষামান নির্ভর করে শিক্ষার্থী, পরিবার, সমাজ, স্কুল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ের উপর। স্কুলে ভর্তি এবং উপস্থিতির হার যে কোন শিক্ষা কাঠামোর মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষামান যাচাইয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সফলতা।

বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের সফলতা যাচাই-এর খুব একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এ সফলতা যাচাইয়ে সাধারণতঃ দু'ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এর একটি হল শিক্ষাক্রম ধর্তব্যের মধ্যে না এলে যাচাই বা curriculum independent test, যেখানে পূর্বেই ধরে নেয়া হয় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা কতটুকু অর্জিত হবে। আরেকটি হল শিক্ষাক্রম ভিত্তিক যাচাই বা curriculum dependent test এবং এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যা পড়াশুনা করে তার উপর ভিত্তি করেই যাচাই সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরে ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ধরে নেয়া হয়েছে পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে।

১৯৯২ সালে প্রবর্তিত প্রান্তিক যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সফলতা যাচাইয়ে যে ফলাফল দেখা যায় তা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্ধারিত ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে মাত্র ২৭টি যোগ্যতাকে লিখিতভাবে যাচাই করা সম্ভব, বাকীগুলোর ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। এই যোগ্যতাগুলো যাচাইয়ে পাঠ্য বিষয়ের উপর খুবই হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল অর্জিত হয়। দুই-শতাংশেরও কম সংখ্যক শিক্ষার্থী বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান এবং ধর্ম বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত ২৭টি যোগ্যতা ভালভাবে অর্জন করতে পেরেছে।

সকল বিষয়েরই মান খারাপ হলেও ইংরেজী ও গণিতের অবস্থা আরও খারাপ। শিক্ষার্থীরা ইংরেজী পড়া ও শুনে লেখার ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল করলেও (যথাক্রমে ৫৮.৬% এবং ৭১.৬%) মাত্র ১২.৩% শিক্ষার্থী লেখার ক্ষেত্রে ভাল করেছে। লেখার দুর্বলতাই ইংরেজীর সার্বিক ফলাফল বিপর্যয়ের মূল কারণ। গণিতের ক্ষেত্রেও প্রায় একই চিত্র দেখা যায়। এক্ষেত্রে যে পাঁচটি যোগ্যতার ভিত্তিতে যাচাই সম্পন্ন হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে খারাপ করে সমস্যা ভিত্তিক (problem solving) অংক সমাধানের ক্ষেত্রে।

অধিকাংশ যোগ্যতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সফলতা মোটামুটি হলেও ফলাফল খারাপ হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতার জন্য। তিনটি যোগ্যতা ছিল যা শিক্ষার্থীদের নিকট খুবই কঠিন। এর মধ্যে একটি মহানবীর জীবনী সম্পর্কে, যা অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষতার চেয়ে তথ্যই বেশি প্রয়োজন। বিষয়টি পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও এরকম ফলাফলের কারণ লেখার দুর্বলতার জন্য শিক্ষার্থীরা মহানবী সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য ভালভাবে লিখতে পারেনি।

> *আমাদের দেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ শিক্ষক প্রশিক্ষণ অর্থাৎ পিটিআই প্রশিক্ষণের ভূমিকা পুনঃমূল্যায়ন করা খুবই জরুরী।*

যে ২৭টি যোগ্যতার ভিত্তিতে যাচাই সম্পন্ন হয় তার মধ্যে শিক্ষার্থীরা গড়ে মাত্র ১৬টি ভালভাবে অর্জন করেছে, অর্থাৎ প্রায় ৬০% শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। এ ধরনের ফলাফল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আশা করা হয়েছিল যে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা মোটামুটি সবগুলো যোগ্যতাই ভালভাবে অর্জন করবে।

যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মাঝে পার্থক্য দেখা যায়। ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোতে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা ভাল করলেও তা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। মূল বিষয় হলো কেউই নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো খুব ভালভাবে অর্জন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় শহরের শিক্ষার্থীরা অনেক এগিয়ে রয়েছে। সরকারি স্কুলের চেয়ে বেসরকারি স্কুলে এ পার্থক্য আরো ব্যাপক। তবে উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে এক্ষেত্রে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। শহরের অধিকাংশ বেসরকারি স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে সন্তোষজনক সম্মানী দেয়া হয়। এসব স্কুলের পরিবেশও ভাল যা গ্রামের স্কুলের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। শহরে যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভাল তারাই সাধারণতঃ আনুষ্ঠানিক স্কুলে ভর্তি হয়। কিন্তু উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়, কারণ অধিকাংশ উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলই বস্তি এলাকায় অবস্থিত।

সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের মানের ক্ষেত্রে খুব একটা তফাৎ না থাকলেও উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের ফলাফল অনেক ভাল। এক গবেষণায় দেখা যায় সরকারি স্কুলে মাত্র ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী সফলতা অর্জন করলেও উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে এ হার ছিল ৩৯ শতাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো শিক্ষার্থীদের সফলতাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে:

পারিবারিক বৈশিষ্ট্য:

- তরুণ বয়স,
- শিক্ষিত পিতা-মাতা,
- পারিবারিক স্বচ্ছলতা,
- গণমাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ততার সুযোগ,
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু,
- শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে পিতা-মাতার আলোচনা, এবং
- বাড়িতে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা,

স্কুল সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য:

- স্কুল সভায় পিতা-মাতার অংশগ্রহণ,
- প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাতে ৪০-এর কম শিক্ষার্থী থাকা,
- শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত প্রশিক্ষণ,
- চাকুরীর বয়স কম এমন শিক্ষক-শিক্ষিকা,
- শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দূরত্ব কম,
- স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বেশি মাত্রায় স্কুল পরিদর্শন,
- নিয়মিত স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা,
- শহর এলাকায় স্কুলের অবস্থান।

শিক্ষক-শিক্ষিকার পেশাগত প্রশিক্ষণও শিক্ষার্থীর সফলতাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পিটিআই প্রশিক্ষণে যে দক্ষতা অর্জন করে তা ব্যবহার করার প্রবণতা তাদের মধ্যে খুবই কম। তাছাড়া সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন প্রশিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পাঠদানে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কখনো তা প্রয়োগ করেন না। আরেকটি বিষয় হল কোন পিটিআই প্রশিক্ষকেরই প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া পিটিআই প্রশিক্ষণের অধিকাংশ উপাদানই বিষয়ভিত্তিক। তত্ত্ব ও অনুশীলনের এ সামঞ্জস্যহীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কখনোই কোন ভাল শিক্ষক-শিক্ষিকা তৈরী হতে পারে না।

বৎসরব্যাপী পিটিআই প্রশিক্ষণ একটি বিতর্কিত বিষয়। উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এধরনের কোন প্রশিক্ষণ না থাকলেও উক্ত স্কুলের শিক্ষার্থীরা সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভাল করেছে। উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাত্র ১৫ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ্ধতিগত সমস্যার উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে একদিনের রিফ্রেশার্স পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকার পিটিআই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সাফল্যের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন না আসায় উক্ত প্রশিক্ষণ একটি প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া এ প্রশিক্ষণে সরকারের শিক্ষক প্রতি ব্যয় হয় প্রায় ৩৬,০০০ টাকা। আমাদের দেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ শিক্ষক প্রশিক্ষণ অর্থাৎ পিটিআই প্রশিক্ষণের ভূমিকা পুনঃমূল্যায়ন করা খুবই জরুরী। একটি নির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে চিত্র দেখা যায় একই সূচকের ভিত্তিতে উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে তার চেয়ে অনেক ভাল ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

সরকারি, বেসরকারি এবং উপ-আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ সব

1161